# Sanatan Dharma

---

**সৎ কাকে বলে ?**

প্রকৃত পক্ষে " সৎ " কাকে বলে ?
উত্তর:-

যে যুগ ই ( সত্যযুগ / ত্রেতাযুগঃ / দ্বাপরযুগ / কলিযুগ ) হোক না কেন , আর যে সময় ই হোক না কেন ( সুসময় / দুঃসময় / বাল্যকাল / যৌবনকাল / বৃদ্ধকাল ), আর যে পরিস্থিতিই ( অনুকূল / প্রতিকূল / ধনীঅবস্থা / দরিদ্রাঅবস্থা / উচ্চশিক্ষিত / অশিক্ষিত ) হোক না কেন , আর যে বর্ণেরই (ব্রাহ্মণ /ক্ষত্রিয় / বৈশ্য / শুদ্র / শুদ্রধম ) হোক না কেন , আর যে শরীরই ( নারী / পুরুষ / ক্লীব / উভলিঙ্গ / বিকলাঙ্গ ) হোক না কেন -- যিনি সর্বদা শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ-সাধন-সমাধি প্রতিপালন করে থাকেন তিনি জীবনে ব্রহ্মতত্ত্ব এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একমাত্র "সৎ" অবস্থা প্রাপ্ত হন সেই অবস্থাকেই একমাত্র কৃত পক্ষে " সৎ " অবস্থা বলা হয় l
[শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ--> যম ( অহিংসা + সত্য + অস্তেয় + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ) +নিয়ম ( শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈস্বরপ্রণিধান )+ গুরুসেবা + গুরু আদেশ পালন + মা-বাবা সেবা + সামাজিক-সাংসারিক প্রতিটি দায়িত্ব সৎ পথে থেকে পূর্ন বিবেকের সঙ্গে প্রতিপালন + দেশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরন। এই সমস্থ আচরণগুলো পূর্ণ রূপে ( নিজের মনো মতন যে কোনো একটা -দুটো পালন করলে নয় ) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে l ]
6.সৎসঙ্গ এর ফল কি ?
উত্তর:-

এর আগে আলোচনা হয়েছে যে "সৎসঙ্গ" কোনো উৎসব হতে পারে না , একমাত্র নির্জনে কোনো "সৎ" অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যাক্তির নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনাতে গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে অন্তরের সঙ্গে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গ করাকেই শাস্ত্রে সৎসঙ্গ বলে l যদি এই প্রকৃতভাবে শাস্ত্রানুসারে "সৎসঙ্গ" করা যায় তাহলে অবশই নিম্নলিখিত ফল ধীরে ধীরে অবশই যে কোনো ব্যাক্তি প্রাপ্ত হবেই ( কারণ শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা হবার নয়)
১.জগতের যে কোনো বস্তুর অনিত্যতার জ্ঞান
২. নিজের শরীরের ও শরীর সম্বন্ধীয় সম্পর্কের অনিত্যতার জ্ঞান
৩. ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বা ভগবান সম্বন্ধেই প্রকৃত ধারণা
৪. প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান
৫. প্রকৃত সাধনা জ্ঞান
৬. প্রকৃত মানবতার জ্ঞান
৭. মনুষ্য জন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান
৮. মোক্ষ সম্বন্ধীয় প্রকৃত পরোক্ষজ্ঞান
৯. কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ
১০. গুরু ভক্তি ও সেবা জ্ঞান
১১ জীবসেবা ও ঈশ্বর সেবা জ্ঞান
১২. বাবা-মা সেবা জ্ঞান

১৩. জগৎকল্যাণ ও মানবকল্যাণ এবং দেশভক্তি জ্ঞান
১৪. নারী সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞান
১৫. বিচার ও বিবেক শক্তির বৃদ্ধি
১৬. জন্মান্তরিন জ্ঞান বৃদ্ধি
১৭. ত্রিতাপ জ্বালা মুক্তি জ্ঞান
১৮. ত্রিগুন সংযম জ্ঞান
১৯. বৈরাগ্য জ্ঞান
২০  সাধন তত্ত্ব জ্ঞান
২১. ঈশ্বর নির্ভরশীল চিত্ত অবস্থা লাভ
২২. কিছু সুখ-দুঃখ এ সময় ভাব চিত্ত লাভ
২৩. মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ
২৪. সৎগুরু মাহাত্য জ্ঞান লাভ
২৫. সৎগুরু আর ভন্ড গুরু এর পার্থক্য জ্ঞান লাভ
২৬. মহাত্মা- মহাপুরুষ ৩২ লক্ষণ জ্ঞান এর পর প্রকৃত মহাপুরুষ  চিনিবার জ্ঞান লাভ
২৭. শাস্ত্র ,বিধি, প্রকরণ সমন্দধীয় জ্ঞান লাভ
২৮. সৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যুর প্রকার কর্ম সংশোধন জ্ঞান লাভ
২৯. জন্ম প্রকরণ জ্ঞান লাভ
৩০. দিব্যলোক জ্ঞান লাভ
৩১. দিব্যগতি জ্ঞান লাভ
৩২. পরম মুক্তির পথ সমন্দধীয় পরোক্ষ জ্ঞান লাভ
ইত্যাদি আরো বহু প্রকারের স্থায়ীজ্ঞান ও গতি লাভ হয়  (মৃত্যুর পর ও  যে জ্ঞান সঙ্গে থাকে তাকে স্থায়ী বলে )
তাই যদি প্রকৃতভাবে শাস্ত্রানুসারে "সৎসঙ্গ" করা যাই তাহলে অবশ্যই মহা উন্নত অবস্থা লাভ হবেই l
**********

সৎব্যাক্তি  কাকে বলে ?
উত্তর:-
তাহলে জানা গেলো যে ব্রহ্মতত্ত্ব এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একমাত্র "সৎ" অবস্থা বলে , আর যিনি এই অবস্থায় আছেন তাকেই একমাত্র পূর্ণ সৎব্যাক্তি বলে l
সমাধিভঙ্গে বা সমাধিহীন অবস্থায় শুধু একমাত্র বলা যাই যে একমাত্র ""সৎ"" স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করার বা যুক্ত হবার জন্যে যিনি পূর্ণ রূপে শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ সবসময় প্রতিপালন করেন একমাত্র সেই ব্যাক্তিকেই সৎব্যাক্তি বলে l আর যিনি শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ প্রতক্ষ্য প্রতিপালন করেন না শুধু পুস্তক পড়েন বা মুখেই বলেন বা শুধু উৎসবে মেতে থাকেন তাকে শাস্ত্রানুসারে সৎব্যাক্তি বলে না l  মনে রাখতে হবে যে একমাত্র যিনি শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ প্রতক্ষ্য প্রতিপালন করেন-তাকেই একমাত্র সৎব্যাক্তি বলে l

সৎসঙ্গ  কাকে বলে  ?

উত্তর:-

ভগবান ব্যাসদেব তার ব্রহ্মসূত্র নামক শাস্ত্রে বলেছেন যে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য এবং সত্য এর জগৎ বা জগতের যে কোনো বস্তু পরিবর্তনশীল বা অস্থায়ী বা অনিত্য বা মিথ্যা l তাই জানা গেলো যে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য এবং সত্য অর্থাৎ সৎ স্বরূপ , তাই জীবাত্মাকে সমাধি অবস্থায় ব্রহ্ম এর যুক্ত করে সঙ্গে করাকেই সৎসঙ্গ বলে l আর সমাধিভিঙ্গে বা সমাধিহীন অবস্থায় শুধু একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনাতে গভীর ভাবে যুক্ত হয়ে অন্তরের সঙ্গে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গ করাকেই শাস্ত্রে সৎসঙ্গ বলেছে l আর যেখানে ব্রহ্মতত্ত্ব এর গভীর আলোচনা না হয়ে শুধু কোনো উৎসব হয় তাকে সৎসঙ্গ বলে না l তাই উৎসবহীন জায়গায় , নির্জনে একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব এর গভীর আলোচনা সম্ভব হয় - কোনো উৎসব এর মধ্যে হয় না , তাই মুনি ঋষিরা নির্জনেই ব্রহ্মতত্ত্ব এর গভীর আলোচনা দ্বারা সৎসঙ্গ করতেন l

অসৎসঙ্গ কাকে বলে ? এবং অসৎব্যাক্তি কাকে বলে ?
উত্তর:-
ব্রহ্মতত্ত্ব এর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একমাত্র "সৎ" অবস্থা বলে l আর এই "সৎ" অবস্থা লাভ করতে গেলে পূর্ণ শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ প্রতক্ষ্য প্রতিপালন অতি প্রয়োজন l তবে যিনি এই শাস্ত্রানুসারে পূর্ণ ধর্মআচরণ প্রতক্ষ্য প্রতিপালন এর বিরুদ্ধ বা বিপরীত আচরণ করেন এবং মনুষত্বের বিকাশ বন্ধ করে নিজের এবং অপরের অধোগামী কর্ম করেন তাকেই শাস্ত্রে অসৎব্যাক্তি বলে এবং সেই ব্যাক্তির সঙ্গে মেলামেশা বা সঙ্গে করাকে অসৎসঙ্গ বলে l
শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে " নির্জনে সর্বদা একা থাকা ভালো তবুও কোনো পরিস্থিতিতেই অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়"
**********
**********
মানুষের হৃদয়ের পাঁচটি পর্যায়

মানুষের হৃদয়ের পাঁচটি স্তর রয়েছে: অন্ধকার, চালিত, স্থির, নিবেদিত এবং শুদ্ধ। হৃদয়ের এই বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা মানুষ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, এবং তার বিবর্তনীয় অবস্থা নির্ধারিত হয়।

অন্ধকার হৃদয়
মানুষের অন্তরের অন্ধকার অবস্থায় মানুষ ভুল ধারনা করে; তিনি মনে করেন যে সৃষ্টির এই স্থূল বস্তুগত অংশটিই একমাত্র প্রকৃত পদার্থ এবং এর বাইরে আর কিছুই নেই।

চালিত হৃদয়
মানুষ যখন একটু আলোকিত হয় তখন সে তার জাগ্রত অবস্থায় জড়ো হওয়া বস্তুগত সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত তার অভিজ্ঞতার তুলনা করে, স্বপ্নে তার অভিজ্ঞতার সাথে, এবং পরেরটিকে নিছক ধারণা বলে বুঝে, আগেরটির সারগর্ভ অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে। তার হৃদয় তখন মহাবিশ্বের প্রকৃত প্রকৃতি জানতে চালিত হয় এবং তার সন্দেহ দূর করার জন্য সংগ্রাম করে, সত্য কী তা নির্ধারণ করার জন্য প্রমাণের সন্ধান করে।

স্থির হৃদয়

যদি একজন মানুষ বাপ্তিস্মিকৃত অবস্থায় চলতে থাকে, পবিত্র স্রোতে নিমজ্জিত থাকে, তবে সে ধীরে ধীরে একটি মনোরম অবস্থায় আসে যেখানে তার হৃদয় বাহ্যিক জগতের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং অভ্যন্তরীণ জগতের প্রতিস্থিত হয়।

নিবিদেতি হৃদয়
এই নিবিদেতি রাজ্যে মানুষ, ভুর্লোকা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে, আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের জগত, স্বরলোকে আসে, চৌম্বকীয় আধ্যাত্মিক জগত, তখন সে চিত্ত, হৃদয়, সৃষ্টির আধ্যাত্মিক চৌম্বকীয় তৃতীয় অংশ বুঝতে সক্ষম হয়।

শুদ্ধ হৃদয়
মানুষ ক্রমাগত তার নিজেকে আরও উপরে তুলে নেয় আধ্যাত্মিকলোকে- তারপর সমস্ত অজ্ঞতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তার হৃদয় একটি শুদ্ধ অবস্থায় আসে, সমস্ত বাহ্যিক ধারণা থেকে শূন্য। তারপর মানুষ আধ্যাত্মিক আলো, ব্রহ্ম( মহাবিশ্বের আসল ), যা সৃষ্টির শেষে এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক অংশ বুঝতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ে মানুষকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বলা হয়।

Published on: Dec, 24 2022 09:35